সূচিপত্র

লেখকের কথা **3**

পুঁজিবাজার **5**
- শেয়ার ব্যবসা 5
- শেয়ার লেনদেন 7
- পুঁজি বাজার 9
- টিকা - পুঁজিবাজারের সাথে অন্যান্য বাজারের পার্থক্য 11
- শেয়ারের দাম কেন উঠানামা করে? 11
- ক্যাপিটাল গেইন 13
- আই পি ও 15
- পোর্টফোলিও 17
- কোম্পানির বাজার মূল্য 18

সঞ্চয়পত্র **20**
- কুপন বন্ড 20
- বন্ড মার্কেট 21
- জিরো (শূন্য) কুপন বন্ড 22
- বন্ডের দামের পরিবর্তন 25

সূচক **27**
- সূচকের পরিচয় 27
- বিভিন্ন প্রকার সূচক 28

বীমা **30**
- স্বাস্থ্য বীমা 30
- বীমা ও সুদ 31
- জীবন বীমা 32
- বীমা ও বিনিয়োগ 34

ফাইনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন **36**

- মিউচুয়াল ফান্ড 37
- প্রাইভেট ইকুইটি ফান্ড 38
- স্টার্ট-আপ অর্থায়ন 40
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল 41

ডেরাইভেটিভ **43**
- ফিউচার 44
- ফরওয়ার্ড 45
- অপশন 46

বিভিন্ন প্রকার টাকা **48**
- কাগুজে টাকা 48
- ফিয়াট কারেন্সি 49
- ঋণের টাকা 50
- বিটকয়েন 52

জিডিপি ও মূল্যস্ফীতি **54**
- জি ডি পি 54
- নমিনাল ও রিয়েল (পি পি পি) জিডিপি কি? 55
- ক্রয় ক্ষমতা 56
- মূল্যস্ফীতি 58

মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি **59**
- বিভিন্ন দেশের মুদ্রার দাম ভিন্ন ভিন্ন কেন? 60
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুদ্রামান 61
- মুদ্রার দর পরিবর্তন ও অর্থনীতি 63
- অভিবাসন 66
- টিকা - সরকারী দেউলিয়াত্ব 67

ব্যাংকব্যবস্থা **72**
- ব্যাংক 72
- ইসলামী ব্যাংক 73
- বিশ্ব ব্যাংক 75

সুইস ব্যাংক	77
অর্থনৈতিক ঝুঁকি	**79**
লেভারেজ	79
ফটকাবাজি বা স্পেকুলেশন	81
মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা পঞ্জি স্কিম।	83
জাতীয় অর্থনীতি	**85**
বাজেট	85
বেকারত্ব	87
প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	89
টিকা - কর্মদক্ষতা	91
আন্তর্জাতিক অর্থনীতি	**92**
রিজার্ভ	92
ফরেক্স	94
পেট্রো ডলার ব্যবস্থা	96
অর্থনীতির ধারাসমূহ	**100**
পুঁজিবাদ	100
সমাজতন্ত্র	102
মিশ্র অর্থনীতি	104
কল্যাণ অর্থনীতি	105
টেকশই অর্থনৈতিক উন্নয়ন	105
অর্থনৈতিক ধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	107

লেখকের কথা

অর্থনীতি এমন একটি বস্তু যা আমাদের সবার জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। বীমা, সূচক, পুঁজিবাদ, মুদ্রাস্ফীতি এই শব্দগুলো আমরা প্রতিনিয়ত শুনে থাকি। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই ভাসা ভাসা। আরেকটি দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, এই ভাসা ভাসা জ্ঞানকে দূর করতে আমরা যখন পা বাড়াই, রাশভারী সংজ্ঞা ও দূর্বোধ্য সমীকরণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসি। যদিও এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। তার কারণ অর্থনীতি আমাদের জীবন ঘনিষ্ট একটি বস্তু। তাই জীবনের সাথে মিশে থাকা উদাহারণেই এই জ্ঞানকে উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল। আপনি ছোট থাকতে হয়তো ঠাকুরমার ঝুলি কিংবা ঈশপের গল্প পড়েছেন। ভেবে দেখুন, সেই সময় গল্পের ছলেই আপনি জীবন ও জগতের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানগুলো অর্জন করে ফেলেছেন। কিন্তু দুর্বোদ্ধ ভাষায় একই বিষয় বর্ণনা করতে গেলে আমরা সবাই আকর্ষন হারিয়ে ফেলতাম।

গল্প হচ্ছে এমনই একটি জাদু, যা কঠিন জিনিসকেও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তোলে। তাই অর্থনীতির জটিল পাঠগুলোকে সহজ করে বুঝাতে বহুকাল ধরে চলে আসা সেই পদ্ধতিটির অনুসরণ করে “গল্পে গল্পে অর্থনীতি” বইটি লেখা হয়েছে। এই বইটি এর অধ্যায়গুলো শুরু হয়েছে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ কিংবা ‘ঈশপের গল্পের’ মত প্রাণবন্ত উপস্থাপনায়। গল্পের ছলেই পাঠকদের সামনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ব্যাংকব্যবস্থা, সঞ্চয়পত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়াদি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে জীবন ঘনিষ্ট সব প্রশ্নের উত্তর।

পাঠকদের উদ্দেশ্যে দুইটি কথা বলতে চাই। প্রথমত, মৌলিকতা ধরে রেখে অর্থনীতিকে গল্পের আকারে প্রকাশ করা মোটেও সহজ কোন কাজ না। এই উদ্দেশ্যে বইটির প্রতিটি অধ্যায় এত বশি ঘষামাজা করতে হয়েছে যে একসময় মনে হয়েছিল কাজটি কোনদিন শেষ হবে না। সৃষ্টিকর্তার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে বইটি শেষ করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। এর ভেতরে কোন ভুল ভ্রান্তি নজরে পড়লে আমি ক্ষমাপ্রার্থী এবং সমাধান প্রত্যাশী।

শেষ যেই কথাটি বলে আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই, তা হচ্ছে অর্থনৈতিক জ্ঞানকে অস্বীকার করে সামনে আগানোর কোন সুযোগ নেই। আমরা সবাই অর্থনীতিবীদ হব না এই কথাটি যেমন সত্য, ঠিক তেমনি এই কথাটিও সত্য যে জীবনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সবারই থাকা প্রয়োজন। ডাক্তার না হয়েও যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে আমদের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি অর্থনীতিবিদ না হলেও অর্থনীতি বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান আমাদের সবারই থাকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনটি আনন্দের সাথে পূরণ করতে বইটি সক্ষম হবে বলে আশা করছি।

-মোহাইমিন পাটোয়ারী

লেখক পরিচিতি

দীর্ঘ দশ বছর দেশে বিদেশে ফাইনান্স, গণিত ও অর্থনীতি অধ্যয়ন শেষে মোহাইমিন পাটোয়ারী বর্তমানে বাংলাদেশের একটি কনসালটেন্সি ফার্মে অর্থনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে কর্মরত আছেন। ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে বিবিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক “চার্টার্ড ফাইনান্সিয়াল এনালিস্ট”

(সিএফএ) প্রোগ্রামে যোগদান করেন। অর্থনীতি এবং ফাইনান্সের পাশাপাশি গণিতের প্রতিও ছিল তার প্রচন্ড ঝোঁক। সিএফএ অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ছাত্র হিসেবে দ্বিতীয় স্নাতক প্রোগ্রামের যাত্রা শুরু করেন। ২০১৬ সালে জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াডে তিনি স্নাতক পর্যায়ে দেশের সেরা দশে অবস্থান করেন। ২০১৭ সালে সবচেয়ে কম সময়ে (তিন বছরে) সিএফএ পরীক্ষা সুসম্পন্ন করে তিনি অর্থশাস্রে মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেন। সেই সুবাদে গণিতে স্নাতক সম্পন্ন করার আগেই নিশীথ সূর্যের দেশ নরওয়ের "নরওয়েজিয়ান স্কুল অফ ইকনমিক্সে" তার ডাক পড়ে। নরওয়ের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বৃত্তি প্রদানপূর্বক দ্বৈত মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য জার্মানির স্বনামধন্য "মানহাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে" পাঠান। মোট দুইটি মাস্টার্স প্রোগ্রাম কৃতীত্বের সাথে সম্পন্ন করে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং সরল বাংলায় সবার জন্য অর্থনীতির বই লিখার কাজে হাত দেন। তার লেখা বইগুলো সাড়া জাগানো বই গুলো ইতোমধ্যেই বেস্টসেলার খেতাব অর্জন করেছে।

পড়াশোনা ও লেখালেখির পাশাপাশি খেলাধুলা, ভ্রমণ, এবং ভাষা শিক্ষার জগতেও তিনি ছিলেন সক্রিয়। ২০১৮ সালে চাইনিজ ব্রিজ কম্পিটিশনে তিনি জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। খেলাধুলার জগতে তার রয়েছে একাধিক পুরস্কার। তছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে তিনি কলাম লিখেছেন। তার প্রাঞ্জল এবং গল্পের ভঙ্গিমায় লেখা কলামগুলোও ইতোমধ্যেই পাঠকদের মন কেড়েছে।

পুঁজিবাজার

শেয়ার ব্যবসা

অনেককাল আগের কথা। বাংলাদেশের ছোট্ট একটি গ্রামে মানিক নামে একজন দরিদ্র রাখাল বসবাস করত। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল বড় গৃহস্ত হবার। মানিক স্বপ্ন দেখতো একদিন তার গোলা ভরা ধান আর পুকুর ভরা মাছ থাকবে এবং নিজে স্বাবলম্বী গৃহস্ত হবার পাশাপাশি অনেক মানুষের কর্মসংস্থান করবে। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকলো, তার সেই স্বপ্ন পূরণের আশা ফিকে হয়ে আসতে লাগলো। প্রতিদিন তার সময় চলে যেত গরুর পাল মাঠে চরাতে এবং সন্ধ্যায় তাদের নিয়ে ঘরে ফিরতে। এই একঘেয়ে জীবনে অতীষ্ট হয়ে এক পর্যায়ে মানিক ঠিক করলো, গরু চরানো বাদ দিয়ে গ্রামের বড় দিঘিতে মাছের চাষ করবে এবং বাজারে গিয়ে সেই মাছ বিক্রি করবে। পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করতে গিয়ে প্রথম বিপত্তি বাঁধল টাকা সংগ্রহে। সামান্য রাখাল সে; এতগুলো টাকা কীভাবে জোগাড় করবে?

নাছোড়বান্দা মানিক অবশ্য এতো সহজে হাল ছাড়বার পাত্র ছিল না। স্বপ্ন পূরণ করা তাই চাই-ই চাই। তাই সে অনেক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে একটি বুদ্ধি বের করলো। পরদিন সকালে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সে ঘোষণা দিল, 'গ্রামের মঝখানে মস্ত বড় যেই পদ্ম দিঘি রয়েছে, সেখানে আমি মাছের চাষ করব। আপনারা চাইলে আমার সাথে ব্যবসায় শরিক হতে পারেন। যারা যারা শরিক হবে তাদের প্রত্যেকে বিনিয়োগ অনুযায়ী লাভ এবং মালিকানার অংশ পাবেন।'

মানিক ছিল সবার বিশ্বস্ত এবং খুব কর্মঠ ব্যক্তি হিসেবে সমাদৃত। তাই যাদের হাতে টাকা ছিল তারা সবাই রাজি হয়ে গেল এই ব্যবসায় শরিক হতে। এভাবে গ্রামের ৮০

জন ব্যক্তি ১০০ টাকা করে মোট ৮,০০০ টাকা চাঁদা দিল। তারপর মানিক নিজেই দিল ২,০০০ টাকা। এভাবে মোট ১০,০০০ টাকা দিয় সবাই মিলে মাছের কারবার শুরু করল। গ্রামের পদ্ম দিঘিকে ঘিরে এই কারবার গড়ে উঠেছিল বলে প্রকল্পটির নাম দেয়া হল 'পদ্মরাগ'।

খেয়াল করে দেখুন, ‘পদ্মরাগের’ মোট অংশীদার ৮১ জন। তাদের মধ্যে ৮০ জনের ১ শতাংশ করে এবং মানিকের মালিকানা ২০ শতাংশ। তাই মোট লাভের ২০ শতাংশ মানিক এবং ৮০ শতাংশ বাকি সবাই পাবে। খুব সহজ হিসেব এবং অত্যন্ত চমৎকার উদ্যোগ। আমরা প্রত্যহ আমাদের জীবনে এমন উদ্যোগ দেখে থাকি। সবাই মিলে একসাথে ব্যবসা করার এরূপ উদ্যোগকেই বাংলায় বলে অংশিদারীত্ব ব্যবসা এবং ইংরেজিতে বলে শেয়ারে ব্যবসা। তিন চার জন বন্ধু মিলে ক্ষুদ্র পর্যায়ে যেমন অংশীদারিত্ব ব্যবসা করা সম্ভব, ঠিক তেমনি পুঁজিবাজারে নাম লিখিয়ে বড় পর্যায়ে অংশিদারীত্ব ব্যবসা করা সম্ভব। এগুলো সব একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ। অর্থাৎ, শেয়ারে ব্যবসা করা আর কিছুই নয়, সবাই মিলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করারই অপর নাম।

টিকা - পাবলিক ও প্রাইভেট কোম্পানি

শেয়ার (অংশীদারিত্ব) ব্যবসা মূলত দুই প্রকার। পাবলিক এবং প্রাইভেট। পুঁজিবাজারে যেসব কোম্পানি আছে তারা সবাই পাবলিক কোম্পানি। এই কোম্পানিগুলোর মালিকানা খোলা বাজারে বিক্রি হয় এবং যে কেউ চাইলে টাকার বিনিময়ে ব্যবসার অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায়। অনেকটা টিকিট কেটে

পাবলিক পরিবহনে উঠার মত।

সেই তুলনায় প্রাইভেট পার্টনারশিপগুলো ভিন্ন। এদের শেয়ার খোলা বাজারে বিক্রি হয় না। তাই একটি প্রাইভেট গাড়িতে যেমন চাইলেই উঠা যায় না, মালিকের অনুমতি লাগে, ঠিক তেমনি টাকা থাকলেই এই ব্যবসাগুলোর শেয়ার হোল্ডার হওয়া যায় না, সিংহভাগ মালিকদের অনুমোদন লাগে।

শেয়ার লেনদেন

মেধাবী ছাত্র মোতি জমিদারের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা বৃত্তি পেয়েছিল। এতগুলো টাকা মোতি কখনো আগে একসাথে দেখেনি। তাই সে ঠিক করলো টাকাগুলোকে ভালো কোন কাজে লাগাবে। কিন্তু কীভাবে টাকাকে ভালো কাজে লাগাবে, বিনিয়োগ করলে কোন খাতে করবে সেই চিন্তা করে সে কোন উত্তর খুঁজে পেলো না। চিন্তায় চিন্তায় অস্থির; এমন সময় একদিন মানিকের সাথে তার দেখা। মোতিদের বাড়িতে এসে মানিক বলল, ‘নতুন একটি ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছি। পদ্ম দিঘিতে মাছের চাষ করব। কেউ চাইলে শরিক হতে পারেন।’

ঘোষনাটা শুনে মোতির মন আনন্দে নেচে উঠল। বৃত্তির টাকা কীভাবে কাজে লাগাতে পারবে সেই চিন্তা করে যখন কূল কিনারা করতে পারছিল না, এমন সময়

মানিকের কাছ থেকে এমন মোক্ষম প্রস্তাব! সাথে সাথেই লুফে নিল সে প্রস্তাবটি। এভাবে ১০০ টাকার বিনিময়ে মোতি পদ্মরাগের এক শতাংশের মালিক বনে গেল।

শেয়ার কেনার পর সবকিছু ভালোই যাচ্ছিল মোতির। লাভের থেকে আসা টাকায় (Dividend) প্রতি বছর তার হাত খরচ জোগাড় হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কিছু টাকা সঞ্চয়ও করছিল। এভাবে দিন যেতে যেতে একদিন তার বিয়ের প্রস্তাব আসল। ঠিক হলো আগামী বাংলা মাসের এক তারিখে তার বিয়ের অনুষ্ঠান। বিয়ে উপলক্ষ্যে পাড়া-পড়শির আনন্দে ঘুম নেই কিন্তু মোতির চিন্তার শেষ নেই - সব টাকা আটকে আছে মানিকের ব্যবসায়। কীভাবে সে বিয়ের খরচ জোগাড় করবে?

অনেকক্ষন চিন্তা করে মোতি একটি বুদ্ধি বের করলো। পরদিন তার ধনাঢ্য জ্যাঠাতো বোন রুপার কাছে গিয়ে মোতি বলল, ‘বুবু, সামনের মাসে বাড়িতে অনুষ্ঠান; অনেক খরচপাতি আছে। বাবার হাতে এখন আগের মত টাকা পয়সা নেই। তুই এক কাজ কর। আমার থেকে পদ্মরাগের শেয়ারটা কিনে নে। এতে আমার হাতে কিছু নগদ টাকা আসে, আবার তোরও সম্পত্তি বাড়ে।’

মোতির কথাটা রুপার পছন্দ হল। তাই সে বলল, ‘ঠিক আছে কিনছি, তবে বাজারের খোঁজ খবর জানিস? মাছের দাম এখন কম। পদ্মরাগের একটি শেয়ারের দাম হবে সর্বোচ্চ ৯৫ টাকা। তুই রাজি থাকলে বলিস।’

মোতি নিজেও জানত যে মাছের দাম কমে গেছে। শেয়ার প্রতি ৯৫ টাকাই এখন ন্যায্য দাম। তাই এই দামে বিক্রি করতে সে রাজি হয়ে গেল। এভাবে মোতি পদ্মরাগের ১ শতাংশের মালিকানা রুপার কাছে বিক্রি করে দিল এবং রুপা ৯৫ টাকার বিনিময়ে পদ্মরাগের ১ শতাংশের মালিকানা কিনে নিলো।

এভাবে গ্রামে শেয়ার বেচা-কেনা করা শুরু হল। অর্থনীতির ভাষায় একে বলে ‘শেয়ার লেনদেন’। আমরা অনেকেই এই শব্দটির সাথে পরিচিত আছি।

এবার লক্ষ্য করুন, রুপার হাতে আগেই একটি শেয়ার ছিল; যেহেতু গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের সবাই আগে একটি করে শেয়ার কিনেছিল। এখন মোতির থেকে কেনার পর তার মোট শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়ালো দুইটিতে। অর্থাৎ, এখন থেকে রুপা মানিকের ব্যবসার ২ শতাংশের মালিক এবং লাভের ২ শতাংশের হকদার। পরবর্তীকালে পান্না ও রত্নার থেকে রুপা আরও দুইটি শেয়ার কিনল এবং তার মোট শেয়ার সংখ্যা দাঁড়াল চারটিতে। তাই সে হয়ে গেল ব্যবসার ৪ শতাংশের মালিক এবং লাভের ৪ শতাংশের হকদার।

অর্থাৎ, কোন কোম্পানির শেয়ার কেনা মানে হল সেই কোম্পানির মালিকানার অর্জন করা এবং শেয়ার বিক্রি করা মানে হল সেই কোম্পানির মালিকানার অংশ বিক্রি করে দেয়া। এক্ষেত্রে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'অনেক বড় বড় কোম্পানিগুলো যখন লক্ষ লক্ষ শেয়ার ছাড়ে তখন কীভাবে মালিকানা ভাগাভাগি হয়?' উত্তরটি খুব সহজ। শেয়ারের মোট সংখ্যা দ্বারা ১০০ ভাগ মালিকানাকে ভাগ করে। উদাহরণস্বরুপ, একটি কোম্পানির মোট শেয়ারের সংখ্যা এক হাজার। এখন এই কোম্পানির একটি শেয়ার কিনলে একজন ব্যক্তি এক হাজার ভাগের এক ভাগের মালিকানা অর্জন করবে। আবার ধরা যাক আরেকটি কোম্পানির শেয়ারের সংখ্যা দশ হাজার। তাহলে একজন ব্যক্তি একটি শেয়ার কিনলে সেই কোম্পানির মোট সম্পদের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের মালিকানা অর্জন করবে ব্যক্তিটি।

উপরের উদাহরণে পদ্মরাগের যদি ১ লক্ষটি শেয়ার থাকতো তাহলে প্রতিটি শেয়ারের বিনিময়ে একজন ব্যক্তি এক লক্ষ ভাগের এক ভাগের মালিকানা অর্জন করতো। সেক্ষেত্রে একটি শেয়ারের মূল্য কত হতো তা নির্ভর করতো ব্যবসার মোট সম্পদের মূল্যের উপর। যেমন, পদ্মরাগের মোট সম্পদের মূল্য যদি ১০ হাজার টাকা হতো, একটি শেয়ারের মূল্য হতো ১০ পয়সা। তখন একজন ব্যক্তি ১০০ টাকা বিনিয়োগ করে এক হাজারটি শেয়ার কিনতে পারতো বা মোট সম্পদের ১% মালিকানা অর্জন

করতো। আবার কেউ দুই হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে বিশ হাজারটি শেয়ার কিনতে পারতো বা ব্যবসার ২০% মালিকানা কিনতে পারতো।

আবার যদি পদ্মরাগের মোট সম্পদের মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা এবং মোট শেয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষটি হতো, তাহলে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য পড়তো ৫০ টাকা। তখন একজন ব্যক্তি ১০০ টাকা বিনিয়োগ করে দুইটি শেয়ার কিনতে পারতো যা মোট সম্পদের ১ লক্ষ ভাগের দুই ভাগ। আবার কেউ ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতো, তাহলে সে দশ হাজারটি শেয়ার কিনতে পারতো যা ব্যবসার ১০% মালিকানার সমান।

টিকা - বার্ষিক সভা

একটি ব্যবসার সকল শেয়ার হোল্ডারই ব্যবসার মালিক এবং সকল মালিকই ব্যবসার শেয়ার হোল্ডার। এই দুয়ের মাঝে বিন্দুমাত্র তফাত নেই।
তাই সব শেয়ার হোল্ডাররা মিলে একটি ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে। যেই কোম্পানিগুলো অনেক বড় তারা বার্ষিক সভা (AGM) ডেকে সব শেয়ার হোল্ডাদের একত্র করে। তারপর ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেই ব্যক্তির শেয়ারের সংখ্যা যত বেশি তার ভোট তত শক্তিশালী। মনে করুন একজন ব্যক্তির হাতে শেয়ার আছে ২০ টি; তার এক ভোট ২০ ভোটের সমান। আবার আরেকজন ব্যক্তির শেয়ার আছে ৫ টি; তার এক ভোট ৫ ভোটের সমান। আর যদি কারো হাতে শেয়ার থাকে একটি, তার এক ভোট ১ ভোটের সমান।

এভাবে যার যার শেয়ারের সংখ্যা ও ভোটের ধরণ গণনা করে কোম্পানি

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়।

পুঁজি বাজার

বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ‘পদ্মরাগের’ শেয়ারের দাম বেড়ে গেল। রুপা ঠিক করল দাম বেশি থাকতে থাকতেই হাতের শেয়ারগুলো বিক্রি করে দেবে। কিন্তু বিধি বাম। নাগালের মধ্যে আগ্রহী কোন ক্রেতাকে খুঁজে পেল না। এই সময় পাশের গ্রামের উপল চাচা অনেকগুলো টাকা নিয়ে শহর থেকে বাড়ি ফিরেছেন। তিনি ঠিক করলেন এই টাকাগুলোকে ভালো কোন কাজে খাটাবেন। অনেক চিন্তা ভাবনা করে তিনি পদ্মরাগের শেয়ার কিনতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু তার হাতের নাগালের মধ্যে আগ্রহী কোন বিক্রেতাই তিনি খুঁজে পেলেন না।

উপল চাচা এবং রুপার সমস্যা মূলত একটাই। লেনদেন করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু উপযুক্ত প্রতিপক্ষ নেই। উপায়ন্তর না দেখে দুজনে গেল মানিকের বাড়িতে। কাকতালীয়ভাবে তাদের একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হয়ে গেল। নিজেদের মাঝে কথা বলে তারা তাদের সমস্যাটা জানতে পারলো এবং মহানন্দে শেয়ার লেনদেন করে ফেলল। তারপর তারা মানিকের সাথে বসল বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করতে। পুরো সমস্যাটি মানিকের কাছে খুলে বলে তারা পরামর্শ দিল, ‘মানিক, তুমি এখন থেকে শেয়ার লেনদেনের মধ্যমণি হয়ে যাও। যতজন শেয়ার বিক্রি করতে চাইবে এবং যতজন শেয়ার কিনতে চাইবে তাদের নাম ঠিকানা লিখে তুমি মধ্যস্ততা

করে দিও। তা নাহলে ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরকে খুঁজে পাবে না। কাউকেতো লেনদেনের দায়িত্ব নিতে হবে। তুমি কাজটি না করলে আর কে করবে?’

মানিক চিন্তা করে দেখলো, ‘চেয়েছিলাম সফল ব্যবসায়ী হতে। হয়ে যাচ্ছি শেয়ারের দালাল (stock broker)!’

দালাল হবার কোন ইচ্ছা মানিকের ছিল না। তাই কাচারির সামনে বড় একটি চক বোর্ড টানিয়ে সে লিখে দিল–'আপনারা এখানে শেয়ার কেনাবেচা সেরে নিন। যার যা কেনার এবং যার যা বিক্রি করার তা নিয়ে চলে আসুন এবং নিজেদের মাঝে বোঝাপড়া করে লেনদেন সেরে ফেলুন। সবার জন্য কাঁচারি উন্মুক্ত করে দিলাম।'

বোর্ডের লেখা দেখে বিনিয়োগকারীরা বেজায় খুশি হল। এতদিন তারা হন্যে হয়ে একটি লেনদেন মাধ্যম খুঁজছিল; মানিক তার কাঁচারিকে বাজার হিসেবে ঘোষণা করে সমস্যাটির একটি যুতসই সমাধান করে দিল। সবাই এখন থেকে এখানে মিলিত হতে পারবে এবং দরদাম করে শেয়ার লেনদেন করতে পারবে।

এভাবেই আগ্রহী ক্রেতা বিক্রেতারা মানিকের কাঁচারিতে দরদাম ও লেনদেন করতে থাকল। এই শেয়ার লেনদেনের বাজারের নামই হল শেয়ার বাজার (Stock Exchange); রাশভারী ভাষায় যার নাম হচ্ছে পুঁজিবাজার।

টিকা - পুঁজিবাজারের সাথে অন্যান্য বাজারের পার্থক্য

চাল ডালের বাজারের মতই পুঁজিবাজারও একটি বাজার। তবে অন্যান্য বাজারের তুলনায় এটি খুব সংবেদনশীল। কারণ, এই বাজারে ক্রেতা বিক্রেতারা খুব সচল। তারা সংখ্যায় অনেক এবং সারাক্ষণ অর্থনীতি ও বাজারের খোঁজ খবর নিতে

থাকে। এভাবে প্রতিদিন বাজারে কোটি কোটি টাকার কারবার চলতে থাকে। তাই নিত্যনতুন অর্থনৈতিক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শেয়ারের দাম তাৎক্ষনিক পরিবর্তন হয় এবং দাম পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপ থেকে বিনিয়োগকারী এবং স্পেকুলেটররা লাভ আদায় করার চেষ্টা করে। এজন্য এই বাজারে জড়তা বলতে কিছুই নেই।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দর কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কমিটির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। অন্যান্য বাজারের মতই এখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার পারষ্পারিক লেনদেনে পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে শেয়ারের অন্তর্নিহিত গুণ। এক কেজি চালের দাম যেমন চালের অন্তর্নিহিত গুণের উপর নির্ভর করে, তেমনি একটি কোম্পানির অন্তর্নিহিত গুণের বিচারেই এর শেয়ারের মূল্য নির্ধারিত হয়।

আরেকটি মজার ব্যাপার হচ্ছে চাল ডালের বাজারে যেমন পাইকারি বিক্রেতা, আড়তদার ইত্যাদি থাকে, তেমনি এই শেয়ার বাজারেও আন্ডাররাইটার, স্টক ব্রোকার ইত্যাদি থাকে। সব মিলিয়ে শেয়ার বাজার অন্যান্য যেকোন বাজারের মতই, তবে এটি অনেক ব্যস্ত এবং সংবেদনশীল।

শেয়ারের দাম কেন উঠানামা করে?

এককালের দরিদ্র রাখাল মানিক একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সারা দেশে সমাদৃত। সব মিলিয়ে সে বেজায় খুশি। তবে মানিকের উদ্যোগে বিনিয়োগকারীরা তার মত অতটা সন্তুষ্টচিত্ত না। তারা প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর রাখছে বিভিন্ন ব্যবসার লাভ-ক্ষতির এবং ঝুঁকি নিয়ে। তাদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে নানা প্রশ্ন - মাছের ব্যবসা

কেমন করবে? সামনের বছরগুলোতে কোন ব্যবসা ভালো করবে? কাঠের ব্যবসায় এই টাকাটা খাটালে কেমন হতো? ইত্যাদি।

বিনিয়োগকারীরা প্রথমে ধারণা করেছিল, মানিকের ব্যবসায় লাভ হবে ১ হাজার টাকা বা শেয়ার প্রতি ১০ টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাভ আসল ৮৫০ টাকা। আশার তুলনায় কম লাভ পাওয়ায় শেয়ারের দাম ঝুপ করে পড়ে গেল।[1]

কিছুদিন পর গ্রামে আকস্মিক বন্যা হল। বন্যায় মানুষের ঘর-বাড়ি ও সম্পদের ব্যপক ক্ষয়-ক্ষতি হল, বানের পানিতে ভেসে গেল পুকুরের মাছ, নষ্ট হল ক্ষেতের ধান, বেড়ে গেল সবকিছুর দাম। সৌভাগ্যবশত, পদ্ম দিঘির পাড়ের কোন ক্ষতি হল না। সবদিক থেকে মৎস সম্পদ অক্ষত থাকায় এবং বাজারে মাছের দাম বেড়ে যাওয়ায় ‘পদ্মরাগ’-এর শেয়ারের দামও বেড়ে গেলো।[2]

পরের বছর পদ্মরাগের ফলন ভালো হলো, কিন্তু বিধি বাম। রাজ্যের রাজা লাভের উপর ৩৩ শতাংশ কর (কর্পোরেট ট্যাক্স) আরোপ করলেন। তাই প্রকৃত লাভ ১,২০০ টাকা হলেও ৪০০ টাকা কর দেয়ার পর শেয়ার হোল্ডারদের হাতে থাকলো ৮০০ টাকা। করের প্রভাবে সামনের প্রতিটি বছর অংশীদারদের হাতে লাভ কম থাকবে। তাই কর বাড়লে শেয়ারের দাম কমে এবং কর কমলে শেয়ারের দাম বাড়ে।

কিছুদিন বাদে গ্রামের বাবু সাহেব এক ধাক্কায় ১০ টি শেয়ার কেনার অর্ডার দিলেন। কোন কিছুর চাহিদা হুট করে বেড়ে গেলে দাম বেড়ে যায়। তাই একত্রে এতগুলো শেয়ারের অর্ডার পড়লে শেয়ারের দামও বেড়ে যাবে। অর্থাৎ, কোন কোম্পানির শেয়ারের চাহিদা বাড়লে শেয়ারের দাম বেড়ে যায় এবং শেয়ারের চাহিদা কমলে

---

[1] আশার তুলনায় লাভ কম হলে শেয়ারের দাম কমে যায়।

[2] আশার তুলনায় লাভ বেশি হলে শেয়ারের দাম বেড়ে যায়।

শেয়ারের দাম কমে যায়। আবার ধরুন, একদিন জানা গেল মানিকের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো না। তার মরণ ব্যাধি যক্ষ্মা ধরা পড়েছে। চারিদিকে গুঞ্জন উঠলো মানিক বেশি দিন বাঁচবে না। এই কথা শুনে বিনিয়োগকারীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। মানিক যদি না থাকে, এত সুন্দর করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে কে? এই চিন্তায় তাড়াতাড়ি শেয়ার বিক্রি করে দিতে চাইলো সবাই। কিন্তু সবাই একসাথে কোন পণ্য বিক্রি করার ধান্দা করলে কি হয়? সেটি কেনার মত প্রার্থী বাজারে থাকে না। বিক্রেতা আছে ক্রেতা নেই এমন পরিস্থিতিতে ইতিহাসে সব সময় যা হয়েছিল ঠিক তাই হবে পদ্মরাগের শেয়ারের ক্ষেত্রে। শেয়ারের দাম কমে যাবে। অর্থাৎ, ক্রেতা বিক্রেতার মনস্তত্ব, কোম্পানির মূল ব্যক্তি বর্গের স্থায়িত্ব, অবসর ইত্যাদি শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করে।

উপরে বর্ণিত কারণগুলো ছাড়াও অনেকগুলো বিষয় শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করে। যেমন কোম্পানির গবেষণা, বিনিয়োগ, চুক্তি, নিয়োগ ইত্যাদি। তবে কোম্পানি কেন্দ্রিক বিষয়াদির বাহিরের কিছু বিষয়ও শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করে। যেমন, অর্থনীতির হাল চাল, সামাজিক প্রেক্ষাপট, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি। যেমন, কোন এক সময় গ্রামে কলেরা মহামারি শুরু হল। এতে বিপদ আসন্ন দেখে সবাই হাতে হাতে টাকা গুছিয়ে রাখার পরিকল্পনা শুরু করল। তাই শেয়ার বিক্রি করে ক্যাশে রুপান্তর করার ধুম পড়ল। এভাবে দেখা যাবে সবাই শেয়ার বিক্রেতা বনে গেছে কিন্তু বাজারে কোন ক্রেতা নেই। এমন পরিস্থিতে শেয়ারের দাম একেবারে তলানিতে পৌঁছে যাবে। কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে এবং মানিক সুস্থ হয়ে উঠলে শেয়ারের দাম আবারও বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

আরো কতগুলো নিয়াকম যে শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করে তা বলতে গেলে এই গল্প কোনদিন শেষ হবে না। তাই আজকের আসর আর দীর্ঘায়িত না করে চলুন আরেকটি মজাদার গল্প শুরু করা যাক।

ক্যাপিটাল গেইন

প্রতি বছর পদ্মরাগ যেই টাকা লাভ করে মানিক তার সবটাই অংশীদারদের মাঝে বন্টন করে দেয়। কোন এক বছর এক হাজার টাকা লাভ হলে মানিক রাখে ২০০ টাকা আবার কোন এক বছর দুই হাজার টাকা লাভ হলে সে রাখে ৪০০ টাকা। বাকি সব টাকা মানিক অংশীদারদের মাঝে নিয়মানুযায়ী ভাগ করে দেয়। অর্থাৎ, প্রত্যেকে নিজ নিজ মালিকানা অনুযায়ী লাভের অংশ পায়। কিন্তু মানিকের বউ স্বর্ণার কাছে বিষয়টি ভালো লাগে না। সব লাভ খরচ করে ফেললে ব্যবসা বড় হবে কীভাবে? আর ব্যবসা বড় না হলে ভবিষ্যতে লাভ বাড়বে কীভাবে?
এই বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করতে স্বর্ণা একদিন মানিককে কাছে ডাক দিল। তারপর সে বলল, “একটা ধাঁধা শোন। আমাদের বাড়িতে একটি গাছ আছে। সেই গাছে প্রতি বছর কুড়িটি ফল ধরে। দশটি ফল রাখি আমি এবং দশটি ফল রাখে আমার বোন নীলা। প্রতিটি বছর ফল হাতে পাওয়ার পরে আমি সবগুলো ফল খেয়ে ফেলি। কিন্তু নীলা বছরে পাঁচটি ফল খায় এবং পাঁচটি ফল চারা বানিয়ে গাছ রোপণ করে। একটু চিন্তা করে বল তো দেখি আমাদের দুই বোনের মধ্যে বর্তমানে কে বেশি সম্পদ ভোগ করছে?”

সাথে সাথে মানিক উত্তর দিল “তুমি। কারণ তুমি বছরে দশটি করে ফল খাচ্ছ। কিন্তু নীলা খাচ্ছে পাঁচটি ফল।”

স্বর্ণা আরও একটু কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,“এবার বলতো, ভবিষ্যতে কে বেশি ফল ভোগ করবে?”

মানিক একটু চিন্তা করে উত্তর দিল “নীলা। কারণ ভবিষ্যতে তার অনেকগুলো গাছ হবে। সেই গাছগুলোতে অনেক বেশি ফল ধরবে।”

এই কথা শুনে স্বর্ণার চোখ দুইটি স্বর্ণের মতই জ্বলজ্বল করে উঠল। দ্বিগুন উৎসাহ নিয়ে এবার সে বলল, “তারমানে বর্তমানে বেশি সম্পদ ভোগ করলে ভবিষ্যতে কম সম্পদ ভোগ করা যায় এবং বর্তমানে কম সম্পদ ভোগ করে বিনিয়োগ করলে ভবিষ্যতে বেশি সম্পদ ভোগ করা যায়।”

মানিক হ্যাঁ সূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো

স্বর্ণা এবার জিজ্ঞেস করল,“ভবিষ্যতে কে বেশি সম্পদশালী হবে?”

মানিক এবারো বলল “নীলা। কারণ ভবিষ্যতে তার অনেকগুলো গাছ হবে। যার মালিক হবে নীলা। যেহেতু গাছ মূল্যবান সম্পদ, ভবিষ্যতে নীলা অধিক সম্পদশালী হবে।”

স্বর্ণা এবার বলল, “এটা যদি বুঝে থাকো, আমাকে একটু বলো দেখি, পদ্মরাগের আয়ের সবটা দিয়ে দিচ্ছ কেন? পুনরায় বিনিয়োগ করলে ভাল হতো না?”

মানিক বলল, “পুনর্বিনিয়োগ করলে ব্যবসা বড় হবে সত্য। কিন্তু সেক্ষেত্রে অংশীদারদের লাভ (Dividend) দিব কী করে? সবাই তো লাভের আশায় শেয়ার কিনেছে। লাভ না পেলে শেয়ারের মূল্য থাকবে?”

মানিকের উত্তর শুনে স্বর্ণা একটু মুষড়ে পড়লো। বণিক বাড়ির মেয়ে সে। ছোটবেলা থেকেই ব্যবসার উত্থান পতন দেখে মানুষ হয়েছে। একটি উন্নয়নশীল ব্যবসার সফলতা বিনিয়োগের সাথে কত নিবিড়ভাবে জড়িত তা সে খুব ভালোভাবেই জানে।

কিন্তু মানিককে কীভাবে বুঝাবে তা তার জানা ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে কথা গুছিয়ে আবার বলতে শুরু করলো “আচ্ছা, একটা ছোট বাছুর দুধ দেয় না, বাচ্চাও দেয় না। কিন্তু তারপরেও এর দাম বাড়ে কেন? ছয় মাসের বাছুরের তুলনায় দেড় বছরের বাছুরের দাম বেশি হয় কেন?”

স্বর্ণার প্রশ্ন শুনে মানিক একটু থতমত গেল। হঠাত এমন প্রশ্ন? কোন উত্তর দেবার সুযোগ পাবার আগেই স্বর্ণা ফের প্রশ্ন করলো, “যেই গাছ এখনো ফল দেওয়া শুরু করেনি কিন্তু আকারে বড় হচ্ছে তার মূল্য কেন বৃদ্ধি পায়?”

এবার মানিক বলল, “কারণ ভবিষ্যতে গাছটি ফল দিবে। সেই ফল দেওয়ার দিন যত সামনে আসতে থাকবে গাছের মূল্য তত বৃদ্ধি পাবে।” ঘরের কোণে একটি কুপি বাতি জ্বলছিল। তার আলো এসে পড়ছিল স্বর্ণার মুখে। মানিকের উত্তরে সেই মুখ কাঞ্চনের মত চকচক করে উঠলো। “ঠিক বলেছ, মাছের ব্যবসা ঠিক তেমন। সব টাকা খরচ না করে বিনিয়োগ করলে ভবিষ্যতে অধিক সম্পদ অর্জিত হবে এবং বেশি বেশি আয় হবে। সেই দিন যত কাছে আসবে শেয়ারের দাম তত বৃদ্ধি পাবে (capital gain)”

বিষয়টি মানিক বুঝতে পারলো কিন্তু একটা প্রশ্ন তার মনে খচখচ করছিল। আর ধরে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, “যারা টাকা দিয়ে শেয়ার কিনলো তারা যদি লাভ না পায় তাতে বেজার হবে না?”

স্বর্ণা শান্ত মুখে উত্তর দিল, “বিনিয়োগ করলে চলতি টাকা (ডিভিডেন্ড) হাতে পাবে না সত্য, কিন্তু তাই বলে কেউ বেজার হবে না। একটি গাই বাছুর বর্তমানে দুধ না দিলেও ভবিষ্যতে দিবে এই আশাতে যেমন এর দাম বাড়ে, ঠিক তেমনি, ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে বর্তমানে টাকা না আসলেও ভবিষ্যতে আসবে সেই আশাতে শেয়ারের দামও বাড়তে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শেয়ার একটি কোম্পানির মোট সম্পদের মালিকানার প্রতীক। কোম্পানি সম্পদ যত বেশি হবে শেয়ার

হোল্ডাররা তত খুশি হবে। ক্যাশ টাকার খুব প্রয়োজন পড়লে কেউ চাইলে হাতের শেয়ারগুলো বিক্রি করে ক্যাশ করে নিবে। এর জন্য তোমাকে কেউ দুষবে না, বরং বেশি দাম পেয়ে সবাই আরো খুশি হবে।”

স্ত্রীর বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে মানিক মুচকি হাসি হাসল। পরদিন মানিক সকল ব্যবসা অংশীদারদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকল (General Meeting)। তারপর ভোটাভুটি করে ঠিক করল, এখন থেকে অংশীদাররা ব্যবসার মোট আয়ের অর্ধেকটা হাতে পাবে (dividend) এবং বাকি অর্ধেকটা পুনর্বিনিয়োগ করা হবে।”

সেই বছর লাভ আসলো ১,০০০ টাকা। এই লাভের অর্ধেক টাকা বা পাঁচশত টাকা ১০০ টি শেয়ারের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হল। সেই হিসেবে প্রতি শেয়ারের বিপরীতে অংশীদারদের ৫ টাকা করে ক্যাশ (dividend) দেওয়া হল। বাকি ৫০০ টাকায় নতুন দুইটি জাল বোনা হল ও একটি নৌকা কেনা হল (investment)। এই বিনিয়োগের ফলে পদ্মরাগের আর জাল বোনা কিংবা নৌকা ভাড়া নেয়ার খরচ গুনতে হবে না। তাই বছর বছর বাড়তি লাভ থাকবে। এই বাড়তি লাভকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে বাড়তি বিনিয়োগ হবে। এভাবে ব্যবসা বড় থেকে বড় হতে থাকবে। তাই সব অংশীদারদের সম্পদ এবং আয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।